প্রথম আলো মতামত

বিশ্বায়নের কাল

ব্রেক্সিট: ক্যামেরন কি নিজের কবর খুঁড়েছেন?

কামাল আহমেদ | আপডেট: ০০:০৫, জুন ১৭, ২০১৬ | প্রিন্ট সংস্করণ

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছেন কি না, তা জানা যাবে ২৩ জুন। ওই দিন ব্রিটেনে গণভোটের মাধ্যমে ঠিক হবে যে ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য থাকবে, নাকি বেরিয়ে যাবে। ব্রিটিশ ভোটারদের এই গণভোটের প্রতিশ্রুতি তিনিই দিয়েছিলেন। সর্বসাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলো বলছে, ইউরোপ থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য, বলে রাখা ভালো যে গত সাধারণ নির্বাচনের সব কটি জরিপ ভুল প্রমাণিত হয়েছিল এবং জনমত জরিপের গলদ কোথায়, তা জানার জন্য দেশটিতে জাতীয় পর্যায়ে তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে জরিপকারীরা কতটা শুদ্ধ হয়েছেন, তার কোনো পরীক্ষা এখনো হয়নি।

ব্রিটেনের ইউরোপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এতটাই প্রবল হয়েছে যে আর্থিক বাজারগুলোতে ইতিমধ্যেই অস্থিরতা শুরু হয়েছে। পাউন্ডের দাম কমছে (বাংলাদেশিরা বাড়িতে পাউন্ড পাঠালে এখন কম টাকা পাওয়া যাচ্ছে), শেয়ারবাজারে শেয়ারের দাম পড়তে শুরু করেছে এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিপর্যয় এড়াতে নানা ধরনের বিকল্প পরিকল্পনা করছে। অনেকে তাদের গচ্ছিত সম্পদ ব্রিটেনের বাইরে বের করে আনার কথাও ভাবছে, কেননা সেগুলোর দাম পড়ে যেতে পারে। ফেব্রুয়ারিতে বিনিয়োগকারী এবং আর্থিক বাজারগুলোতে সবার ধারণা ছিল, গণভোটে ব্রিটেনের ইউরোপে থেকে যাওয়ার পক্ষেই রায় আসবে। ফলে গত কয়েক মাস কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকলেও পাউন্ড ও শেয়ারবাজার একই জায়গায় কিছুটা দম মেরে ছিল। কিন্তু, গত মঙ্গলবার এক দিনে লন্ডনের শীর্ষ শেয়ারসূচক এফটিএসই ছয় হাজারের নিচে নেমে গেছে। শেয়ারগুলো গড়ে ২ শতাংশ মূল্য হারিয়েছে। ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী অসবর্ণকে বাধ্য হয়ে হুঁশিয়ারি দিতে হয়েছে যে ব্রিটেন একলা চলার সিদ্ধান্ত নিলে করের পরিমাণ বাড়বে এবং বাজেটেও কাটছাঁট করতে হবে। ব্যাংকাররা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সুদের হার বাড়বে, এমনকি তা ১০ শতাংশও ছাড়িয়ে যেতে পারে। দেশের ভেতরে চাহিদা কমবে, ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে দেখা দেবে মন্দা, যা কাটাতে এক দশকও লেগে যেতে পারে। নির্মাণশিল্প এবং গৃহায়ণ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা বলেছেন যে বাড়ির দাম পড়ে যাবে প্রায় ২০ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলেছে, গবেষণার বরাদ্দ কমবে অন্তত ১০ ভাগ। ফলে বিজ্ঞানীরাও চিন্তিত।

ব্রিটেনের জন্য ২৩ জুন আরও একটি কালো দিবস হতে পারে। দিনটি বৃহস্পতিবার হওয়ায় আর্থিক বাজারের প্রভাব বোঝা যাবে পরদিন শুক্রবার। এর আগে, ব্রিটেন যেবার কালো দিন প্রত্যক্ষ করেছিল, সেটি ছিল ১৯৯২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, বুধবার। ব্ল্যাক ওয়ে(ড)ন্সডে বা কালো বুধবার নামে পরিচিতি ওই দিনে ব্রিটেন তার পাউন্ডের মূল্য ধরে

রাখতে পারছিল না বলে শেষ পর্যন্ত ইউরোপের অভিন্ন মুদ্রাব্যবস্থা ইউরোপীয় অভিন্ন মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা (এক্সচেঞ্জ রেট মেকানিজম) থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু তার জন্য ব্রিটিশ অর্থনীতিকে দীর্ঘকাল ভুগতে হয়েছে। সেই কালো বুধবারেও ব্রিটিশ অর্থ মন্ত্রণালয়ে একজন উপদেষ্টা ছিলেন ডেভিড ক্যামেরন। প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের মন্ত্রিসভায় তখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন নরম্যান ল্যামন্ট। ব্রিটেনের সেই কালো বুধবারের জন্য সবাই নরম্যান ল্যামন্টকে মনে রেখেছেন। কিন্তু ডেভিড ক্যামেরন তখন উপদেষ্টার ভূমিকায় থাকলেও এখন চালকের আসনে। সেই ক্যামেরনের নেতৃত্বেই কি ব্রিটেন আরও একটি কালো দিনকে আলিঙ্গন করতে চলেছে? গণভোটের পরিণতি যদি হয় ইউরোপের সঙ্গে ব্রিটেনের বিচ্ছেদ, তাহলে তা ক্যামেরনেরও বিদায়ঘণ্টা বাজাতে পারে। তাঁর দল, টোরি পার্টির শ খানেক এমপি তাঁকে হটানোর জন্য মুখিয়ে আছেন। তাঁদের বিশ্বাস, ক্যামেরন ইউরোপের সঙ্গে গাঁটছড়া বজায় রাখতে চেয়ে টোরি পার্টির রক্ষণশীল রাজনীতির আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

ভৌগোলিক দিক থেকে ব্রিটেন ইউরোপের থেকে একটু বিচ্ছিন্ন, কেননা তা একটি দ্বীপরাষ্ট্র। ইউরোপের মূল ভূমি থেকে সাগরের একটি চ্যানেল তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। কিন্তু চার দশকেরও বেশি সময়ের রাজনৈতিক বন্ধনও তাকে আর ধরে রাখতে পারবে কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। ব্রিটেন ইউরোপে একধরনের অঘোষিত নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল। বৈশ্বিক রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পুঁজিবাদী বিশ্বের প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম এবং নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে তার ভূমিকা ইউরোপের অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে বারাক ওবামা এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর জোট জি সেভেনের নেতারা প্রকাশ্যে এবং জোরালো ভাষায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্রিটেনের থেকে যাওয়ার পক্ষে ওকালতি করেছেন। এমনকি, জি সেভেনের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে গণভোটের ফল যদি বিচ্ছেদ হয়, তাহলে তার পরিণতিতে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কার কথা বলেছেন। ইউরোপের নেতারাও এই বিচ্ছেদ চান না। তাঁরা প্রায় সবাই বন্ধন টিকিয়ে রাখতে ব্যাকুল।

কিন্তু, তাহলে ব্রিটিশ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ (জনমত জরিপ অনুযায়ী) কেন এই বিচ্ছেদ চায়? এর একটি এবং প্রধান উত্তর হচ্ছে ব্রিটিশ (প্রকৃত অর্থে ইংলিশ) জাত্যভিমান বা জাতীয়তার গর্ববোধ। সেই ঔপনিবেশিক আমলের রাজকীয় মনোভাব, 'আমরাই সেরা' এ ক্ষেত্রে একটি বড় অনুঘটক। ইউরোপীয় কমিশনের নির্দেশনায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মান নির্ধারণ কিংবা মানবাধিকারের বিধি মানার বাধ্যবাধকতা নিয়তই ব্রিটিশদের সেই অহংবোধে আঘাত করছে। সে কারণেই রক্ষণশীলেরা ইউরোপ থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী। ইউরোপ থেকে প্রস্থানকে (ব্রিটিশ + এক্সিট = ব্রেক্সিট) না বলে তাঁরা গ্রেট (ব্রিটিশ) এক্সিট বা গ্রেক্সিট বললেও বলা যেত। তবে ব্রিটেনের ইউরোপ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় যেসব ভীতিকর অর্থনৈতিক ঝুঁকির আশঙ্কা তুলে ধরা হচ্ছে, সেই বিবেচনাতেও এটি গ্রেক্সিট বা মহাবিয়োগ হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হতে পারে।

গ্রেক্সিট অথবা ব্রেক্সিটে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা আমাদের বাংলাদেশের কী আসে যায়? সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী গণভোটে ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যাতে বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিচ্ছেদের বিপক্ষে ভোট দেন, সেই পথে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের একজন মন্ত্রী লন্ডনে গেছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম দীর্ঘদিন লন্ডনে প্রবাসী হিসেবে জীবন যাপন করেছেন এবং তাঁর সেখানে স্বদেশিদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব অবশ্যই আছে। অন্য দেশের নির্বাচনে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ কি না, সে প্রশ্ন অবশ্য এখন অনেকটাই অপ্রাসঙ্গিক। কেননা, প্রায় সব উপমহাদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতারা খোলাসা করেই বলেছেন যে ব্রিটেনের ইউরোপেই থাকা উচিত এবং নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। কমনওয়েলথ দেশগুলোর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডার পক্ষ থেকেও একই আহ্বান জানানো হয়েছে।

ব্রিটেনে বাংলাদেশিদের একটি বড় অংশ সেখানকার রেস্তোরাঁ ব্যবসায় দাপটের সঙ্গে কারবার করেন। কিন্তু রক্ষণশীল এবং ডানপন্থী ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অভিবাসনবিরোধিতার কারণে এসব রেঁস্তোরায় জনবলসংকট চলছে বেশ কয়েক বছর ধরে। বিবিসির সাবেক রাজনৈতিক সম্পাদক নিক রবিনসন গত ২৬ মে 'হু উইল কুক ইওর ইন্ডিয়ান কারি' শিরোনামের নিবন্ধে লিখেছেন, বর্তমানে সপ্তায় দুই থেকে তিনটি করে কারি হাউস বা রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এসব রেস্তোরাঁর শেফ (বাবুর্চি) থেকে শুরু করে সব ধরনের কাজে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁর মালিকেরা স্বদেশিদের পছন্দ করেন। কিন্তু টোরি সরকারের কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকা অভিবাসন নীতির কারণে এখন বাংলাদেশ থেকে কাউকে আনা প্রায় অসম্ভব। ব্রিটিশ মন্ত্রী এবং রাজনীতিকদের দেওয়া সমাধান ছিল ইউরোপের সবচেয়ে গরিব—রোমানীয়দের দিয়ে কাজ চালানো। কেননা, রোমানিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। এসব রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীর অনেকের ধারণা, ইউরোপের সঙ্গে ব্রিটেনের বিচ্ছেদের কারণে কর্মক্ষম লোকজন বা পেশাজীবীর সংকট হলে আবারও দক্ষিণ এশীয়দের কপাল খুলবে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আবারও অভিবাসনের সুযোগ হবে। নিক রবিনসন তেমন ধারণাই পেয়েছেন। ব্রেক্সিটের পক্ষে যাঁরা প্রচারণা চালাচ্ছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ এমন ধারণাই দেওয়ার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত টোরি রাজনীতিক প্রীতি প্যাটেল সে রকমই একজন। প্রীতির বক্তব্য ভারতীয়দের জন্য যতটা আশাবাদী হওয়ার সুযোগ আছে, বাংলাদেশিদের কিন্তু সেটা নেই। কেননা, ব্রিটেনের স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসক ও পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মীদের একটা বড় অংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং সেই ধারায় শিগগিরই ছেদ ঘটার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাংলাদেশিদের মালিকানাধীন কারিশিল্পের জন্য সে ধরনের সুযোগ কার্যত নেই বললেই চলে।

ব্রিটেনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ভিত্তি সেই ঔপনিবেশিক যুগের সময় থেকে। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্মসূত্রে ব্রিটেনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিয়োগ—সবকিছু চলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি ও আইনে। এখন ব্রিটেন ইউরোপের বন্ধনমুক্ত হলে ব্রিটেনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিনীতি আবার নতুন করে ঠিক করতে হবে। আর সেগুলো যে রাতারাতি ঘটবে এমনও নয়। ফলে রূপান্তরের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য সময় কাটবে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায়। ব্রিটেন ইউরোপ থেকে বিচ্ছেদজনিত মন্দার মুখে পড়লে তার অপচ্ছায়া যে আমাদের ওপর পড়বে না, সে কথা কেউই বলতে পারেন না। তবে এই নাটকের পরিণতি আরও করুণ হয়ে উঠতে পারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত বিভাজনে। কেননা, স্কটিশ স্বাধীনতাপন্থীরা এবার সত্যি সত্যিই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে যাত্রা শুরু করতে পারে। ব্রেক্সিটের আশু যেসব প্রভাব পড়তে পারে, সে বিষয়ে ইনস্টিটিউট অব কমনওয়েলথ স্টাডিজ তাদের সাম্প্রতিকতম গবেষণাপত্রে স্কটল্যান্ড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন ধারণাই দিয়েছে।

কামাল আহমেদ: সাংবাদিক।